হিন্দু দত্তকগ্রহণ ও ভরণপোষণ আইন, ১৯৫৬

ধারাসমূহের বিন্যাস

অধ্যায় ১

উপক্রমণিকা

ধারা—

১। সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

২। আইনের প্রয়োগ।

৩। সংজ্ঞার্থসমূহ।

৪। আইনের অভিভাবী কার্যকারিতা।

অধ্যায় ২

দত্তকগ্রহণ

৫। দত্তকগ্রহণ এই অধ্যায় দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হইবে।

৬। সিদ্ধ দত্তকগ্রহণের পক্ষে আবশ্যক বিষয়।

৭। হিন্দু পুরুষের দত্তকগ্রহণের সামর্থ্য।

৮। হিন্দু নারীর দত্তকগ্রহণের সামর্থ্য।

৯। দত্তকপ্রদান করিতে সমর্থ ব্যক্তিগণ।

১০। যে ব্যক্তিগণকে দত্তকগ্রহণ করা যায়।

১১। সিদ্ধ দত্তকগ্রহণের জন্য অন্যান্য শর্ত।

১২। দত্তকগ্রহণের ফল।

১৩। দত্তকগ্রাহী পিতা-মাতার নিজ নিজ সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করিবার অধিকার।

১৪। কোন কোন ক্ষেত্রে দত্তকগ্রাহী মাতা নির্ধারণ।

১৫। সিদ্ধ দত্তকগ্রহণ নাকচ করা যাইবে না।

১৬। দত্তকগ্রহণ সম্পর্কিত রেজিষ্ট্রীকৃত লেখ্যসমূহ সম্পর্কে প্রাগ্‌ধারণা।

১৭। কোন কোন অর্থ প্রদানের প্রতিষেধ।

অধ্যায় ৩

ভরণপোষণ

১৮। স্ত্রীর ভরণপোষণ।

১৯। বিধবা পুত্রবধূর ভরণপোষণ।

২০। সন্তানগণের ও বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণপোষণ।

২১। আশ্রিতের সংজ্ঞার্থ।

২২। আশ্রিতগণের ভরণপোষণ।

২৩। ভরণপোষণের পরিমাণ।

২৪। ভরণপোষণের দাবিদারকে হিন্দু হইতে হইবে।

২৫। অবস্থার রূপান্তর ঘটিলে ভরণপোষণের পরিমাণ পরিবর্তিত হইতে পারে।

২৬। ঋণসমূহকে পূর্বিতা দেওয়া হইবে।

২৭। ভরণপোষণ কখন প্রভার হইবে।

২৮। ভরণপোষণের অধিকারের উপর সম্পত্তি হস্তান্তরের ফল।

অধ্যায় ৪

নিরসন ও ব্যাবৃত্তি

২৯। (নিরসিত)

৩০। ব্যাবৃত্তি।

হিন্দু দত্তকগ্রহণ ও ভরণপোষণ আইন, ১৯৫৬

১৯৫৬-র ৭৮ নং আইন

[১লা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে যথা-বিদ্যমান]

হিন্দুগণের মধ্যে দত্তকগ্রহণ ও ভরণপোষণ সম্পর্কিত বিধি সংশোধিত ও সংহিতাবদ্ধ করিবার জন্য আইন।

[২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬]

ভারত সাধারণতন্ত্রের সপ্তম বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

অধ্যায় ১

উপক্রমণিকা

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রসার।

১। (১) এই আইন হিন্দু দত্তকগ্রহণ ও ভরণপোষণ আইন, ১৯৫৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

আইনের প্রয়োগ।

২। (১) এই আইন প্রযুক্ত হইবে—

(ক) কোন বীরশৈব, কোন লিঙ্গায়ত, অথবা ব্রাহ্ম, প্রার্থনা বা আর্য সমাজের কোন অনুগামী সমেত এরূপ যেকোন ব্যক্তির প্রতি, যে হিন্দুধর্মের যেকোন রূপ বা বিকাশ অনুযায়ী ধর্মে হিন্দু,

(খ) এরূপ যেকোন ব্যক্তির প্রতি, যে ধর্মে বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ, এবং

(গ) এরূপ অন্য যেকোন ব্যক্তির প্রতি, যে ধর্মে মুসলমান, খ্রীস্টান, পার্শী বা ইহুদী নহে, যদি না ইহা প্রমাণিত হয় যে, এই আইন প্রণীত না হইয়া থাকিলে, ঐরূপ কোনও ব্যক্তি এই আইনে ব্যবস্থিত বিষয়সমূহের যেকোনটি সম্পর্কে হিন্দু বিধি দ্বারা বা ঐ বিধির অংশরূপ কোন রীতি বা প্রথা দ্বারা শাসিত হইত না।

ব্যাখ্যা।—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ধর্মে হিন্দু অথবা, স্থলবিশেষে, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ :—

(ক) যেকোন সন্তান, বৈধ বা অবৈধ, যাহার পিতামাতা উভয়ই ধর্মে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ;

(খ) যেকোন সন্তান, বৈধ বা অবৈধ, যাহার পিতামাতার একজন ধর্মে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ, এবং যে, ঐ পিতা বা মাতা যে জনজাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আছে বা ছিল, তাহার সদস্যরূপে লালিত ;

(খখ) যেকোন সন্তান, বৈধ বা অবৈধ, যে তাহার পিতা ও মাতা উভয় কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে অথবা যাহার পিতামাতার পরিচয় অজ্ঞাত এবং যে উভয়ের যেকোন ক্ষেত্রেই হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ রূপে লালিত ; এবং

(গ) যেকোন ব্যক্তি যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ধর্মে ধর্মান্তরিত বা পুনর্ধর্মান্তরিত।

(২) (১) উপধারায় যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, এই আইনের অন্তর্গত কোন কিছুই সংবিধানের ৩৬৬ অনুচ্ছেদের (২৫) প্রকরণের অর্থের অন্তর্গত কোনও তফসিলী জনজাতির সদস্যগণের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না, যদি না কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অন্যথা নির্দেশ করেন।

[১][(২ক) (১) উপধারায় যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র পণ্ডিচেরির রেণাসেঁাগণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।]

(৩) এই আইনের যেকোন অংশে "হিন্দু" শব্দের এরূপ অর্থ করিতে হইবে, যেন ইহা এরূপ ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যে, যদিও ধর্মে হিন্দু নহে, তথাপি এরূপ ব্যক্তি যাহার প্রতি এই ধারার বিধানসমূহের বলে এই আইন প্রযুক্ত হয়।

৩। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,—

সংজ্ঞার্থ।

(ক) "রীতি" ও "প্রথা" শব্দগুলি এরূপ যেকোন নিয়ম বুঝাইবে যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে ও একইরূপে পালিত হওয়ায় কোন স্থানীয় অঞ্চলে, বা কোন জনজাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা পরিবারে, হিন্দুগণের মধ্যে বিধির বলবত্তা লাভ করিয়াছে :

---

[১]১৯৬৮-র ২৬ নং আইন, ৩(১) ধারা ও তফসিল ১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

তবে, নিয়মটি নিশ্চিত হইবে এবং অযৌক্তিক বা জননীতি-বিরোধী হইবে না ; এবং

পরন্তু, একটি মাত্র পরিবারের প্রতি প্রযোজ্য কোন নিয়মের ক্ষেত্রে, ঐ পরিবার যেন উহা বন্ধ না করিয়া থাকে ;

(খ) "ভরণপোষণ" অন্তর্ভুক্ত করিবে—

(i) সকল ক্ষেত্রেই, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসাবিষয়ক পরিচর্যা ও চিকিৎসা ;

(ii) অবিবাহিতা কন্যার ক্ষেত্রে, অধিকন্তু, তাহার বিবাহের, ও বিবাহ-সংসৃষ্ট, সঙ্গত ব্যয়সমূহ ;

(গ) "নাবালক" বলিতে এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নাই।

আইনের অভিভাবী কার্যকারিতা।

৪। এই আইনে স্পষ্টভাবে যেরূপ অন্যথা ব্যবস্থিত আছে সেরূপে ভিন্ন,—

(ক) যে বিষয়ের জন্য এই আইনে বিধান করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ হিন্দু বিধির কোনও মূলপাঠ, নিয়ম বা অর্থ-প্রকটন অথবা ঐ বিধির অংশরূপ কোন রীতি বা প্রথা আর কার্যকর থাকিবে না ;

(খ) এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ অন্য যেকোন বিধি এই আইনের অন্তর্ভুক্ত বিধানসমূহের কোনটির সহিত যতদূর পর্যন্ত অসমঞ্জস ততদূর পর্যন্ত আর হিন্দুগণের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না।

অধ্যায় ২

দত্তকগ্রহণ

দত্তকগ্রহণ এই অধ্যায় দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হইবে।

৫। (১) এই আইনের প্রারম্ভের পরে এই অধ্যায়ের অন্তর্গত বিধানসমূহ অনুসারে ব্যতীত কোন হিন্দুর দ্বারা বা জন্য কোন দত্তকগ্রহণ করা যাইবে না, এবং উক্ত বিধানসমূহের উল্লঙ্ঘনে কৃত যেকোন দত্তকগ্রহণ বাতিল হইবে।

(২) যে দত্তকগ্রহণ বাতিল, তাহা দত্তক পরিবারে কোনও ব্যক্তির অনুকূলে এরূপ কোনও অধিকার সৃজন করিবে না যাহা ঐ দত্তকগ্রহণের কারণে ব্যতীত সেই ব্যক্তি অর্জন করিতে পারিত না ; এবং উহা কোন ব্যক্তির জন্মের পরিবারে তাহার অধিকারসমূহ বিনষ্টও করিবে না।

সিদ্ধ দত্তকগ্রহণের পক্ষে আবশ্যক বিষয়।

৬। কোনও দত্তকগ্রহণই সিদ্ধ হইবে না, যদি না—

(i) যে ব্যক্তি দত্তকগ্রহণ করিতেছে তাহার দত্তকগ্রহণ করিবার সামর্থ্য, এবং অধিকারও, থাকে ;

(ii) যে ব্যক্তি দত্তক প্রদান করিতেছে তাহার ঐরূপ করিবার সামর্থ্য থাকে ;

(iii) যে ব্যক্তি দত্তকরূপে গৃহীত হইতেছে সে দত্তকরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য হয় ; এবং

(iv) ঐ দত্তকগ্রহণ এই অধ্যায়ে উল্লিখিত অন্যান্য শর্ত অনুসারে করা হইয়া থাকে।

হিন্দু পুরুষের দত্তকগ্রহণের সামর্থ্য।

৭। সুস্থমনা, এবং নাবালক নহে, এরূপ যেকোন হিন্দু পুরুষ কোন পুত্র বা কন্যাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে :

তবে, যদি তাহার কোন স্ত্রী জীবিত থাকে, তাহা হইলে, সে তাহার স্ত্রীর সম্মতি সহকারে ব্যতীত দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি না ঐ স্ত্রী সম্পূর্ণভাবে ও চূড়ান্তভাবে সংসার অভিত্যাগ করিয়া থাকে অথবা হিন্দু থাকিতে বিরত হইয়া থাকে অথবা কোন যোগ্য ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক অসুস্থমনা বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা।—দত্তকগ্রহণের সময়ে যদি কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী জীবিত থাকে, তাহা হইলে, সকল স্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন, যদি না পূর্ববর্তী অনুবিধিতে বিনির্দিষ্ট কারণসমূহের যেকোনটির জন্য তাহাদের মধ্যে কাহারও সম্মতি নিষ্প্রয়োজন হয়।

হিন্দু নারীর দত্তক গ্রহণের সামর্থ্য।

৮। কোনও হিন্দু নারী—

(ক) যে সুস্থমনা,

(খ) যে নাবালিকা নহে, এবং

(গ) যে বিবাহিতা নহে অথবা, বিবাহিতা হইয়া থাকিলে, যাহার বিবাহ ভঙ্গ হইয়াছে অথবা যাহার স্বামী মৃত বা সম্পূর্ণভাবে ও চূড়ান্তভাবে সংসার অভিত্যাগ করিয়াছে অথবা হিন্দু থাকিতে বিরত হইয়াছে, বা যোগ্য ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন আদালত কর্তৃক অসুস্থমনা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে,

সে কোন পুত্র বা কন্যাকে দত্তকগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে।

দত্তকপ্রদান করিতে সমর্থ ব্যক্তিগণ।

৯। (১) কোন সন্তানের পিতা বা মাতা বা অভিভাবক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ঐ সন্তানকে দত্তকপ্রদান করিবার সামর্থ্য থাকিবে না।

(২) (৩) উপধারা ও (৪) উপধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, পিতা, যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে, কেবল তাহারই দত্তকপ্রদান করিবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু মাতার সম্মতি সহকারে ব্যতীত ঐরূপ অধিকার প্রযুক্ত হইবে না, যদি না মাতা সম্পূর্ণভাবে ও চূড়ান্তভাবে সংসার অভিত্যাগ করিয়া থাকে অথবা হিন্দু থাকিতে বিরত হইয়া থাকে অথবা যোগ্য ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক অসুস্থমনা বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকে।

(৩) মাতা সন্তানকে দত্তকপ্রদান করিতে পারে যদি পিতা মৃত হয় অথবা সম্পূর্ণভাবে ও চূড়ান্তভাবে সংসার অভিত্যাগ করিয়া থাকে অথবা হিন্দু থাকিতে বিরত হইয়া থাকে অথবা যোগ্য ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক অসুস্থমনা বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকে।

(৪) যেক্ষেত্রে পিতা ও মাতা উভয়েই মৃত বা সম্পূর্ণভাবে ও চূড়ান্তভাবে সংসার অভিত্যাগ করিয়াছে, বা সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছে, বা যোগ্য ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক অসুস্থমনা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে অথবা যেক্ষেত্রে সন্তানের পিতামাতার পরিচয় অজ্ঞাত, সেক্ষেত্রে সন্তানের অভিভাবক সন্তানকে আদালতের পূর্বানুমতি সহ অভিভাবক নিজের নিকট সমেত যেকোন ব্যক্তির নিকট দত্তক প্রদান করিতে পারে।

(৫) (৪) উপধারা অনুযায়ী কোন অভিভাবককে অনুমতি মঞ্জুর করিবার পূর্বে, ঐ সন্তানের বয়স ও বোধশক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এতদুদ্দেশ্যে তাহার ইচ্ছা যথাযথ বিবেচনা করিয়া, আদালতের প্রতীতি হইতে হইবে যে ঐ দত্তকপ্রদান সন্তানটির কল্যাণের জন্য হইবে, এবং অনুমতির জন্য আবেদনকারী ঐ দত্তক-প্রদানের প্রতিদানস্বরূপ কোন অর্থ বা পুরস্কার, আদালত ঐরূপ যাহা মঞ্জুর করিতে পারেন তদ্ব্যতীত, গ্রহণ করে নাই বা করিতে স্বীকৃত হয় নাই এবং কোনও ব্যক্তি আবেদনকারীকে তাহা প্রদান করে নাই বা করিতে স্বীকৃত হয় নাই।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে—

(i) "পিতা" ও "মাতা" শব্দসমূহ দত্তকগ্রাহী পিতা ও দত্তকগ্রাহী মাতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না;

(ik) "অভিভাবক" বলিতে এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার উপর কোন সন্তানের শরীরের, অথবা তাহার শরীর ও সম্পত্তি উভয়ের দেখাশুনার ভার আছে এবং উহা অন্তর্ভুক্ত করিবে—

(ক) সন্তানের পিতার বা মাতার উইল দ্বারা নিযুক্ত কোন অভিভাবককে, এবং

(খ) কোন আদালত কর্তৃক নিযুক্ত বা ঘোষিত কোন অভিভাবককে ; এবং

(ii) "আদালত" বলিতে নগর দেওয়ানী আদালত বা কোন জিলা আদালত বুঝাইবে, যাহার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে দত্তকরূপে গ্রহণীয় সন্তান সাধারণতঃ বসবাস করে।

যে ব্যক্তিগণকে দত্তকগ্রহণ করা যায়।

১০। কোন ব্যক্তিই দত্তকরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য হইবে না, যদি না নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরিত হয়, যথা :—

(i) সে হিন্দু ;

(ii) সে ইতঃপূর্বে দত্তকরূপে গৃহীত হয় নাই ;

(iii) সে বিবাহিত হয় নাই, যদি না পক্ষগণের প্রতি প্রযোজ্য এরূপ কোন রীতি বা প্রথা থাকে যাহা, যে ব্যক্তিগণ বিবাহিত, তাহাদিগকে দত্তকরূপে গৃহীত হইবার অনুমতি দেয় ;

(iv) তাহার পনের বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নাই, যদি না পক্ষগণের প্রতি প্রযোজ্য এরূপ কোন রীতি বা প্রথা থাকে যাহা, যে ব্যক্তিগণের পনের বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগকে দত্তকরূপে গৃহীত হইবার অনুমতি দেয়।

সিদ্ধ দত্তকগ্রহণের জন্য অন্যান্য শর্ত।

১১। প্রত্যেক দত্তকগ্রহণে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ অবশ্যই পালিত হইতে হইবে :—

(i) যদি কোন পুত্রকে দত্তকগ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে যে দত্তকগ্রাহী পিতা বা মাতা কর্তৃক ঐ দত্তক গৃহীত হয় তাহার কোন হিন্দু পুত্র বা পুত্রের পুত্র বা পুত্রের পুত্রের পুত্র (বৈধ রক্তসম্বন্ধেই হউক বা দত্তকগ্রহণের দ্বারাই হউক) অবশ্যই দত্তকগ্রহণের কালে জীবিত থাকিবে না ;

(ii) যদি কোন কন্যাকে দত্তকগ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, যে দত্তকগ্রাহী পিতা বা মাতা কর্তৃক ঐ দত্তক গৃহীত হয় তাহার কোন হিন্দু কন্যা বা পুত্রের কন্যা (বৈধ রক্তসম্বন্ধেই হউক বা দত্তকগ্রহণের দ্বারাই হউক) অবশ্যই দত্তকগ্রহণের কালে জীবিত থাকিবে না ;

(iii) যদি কোন পুরুষ কর্তৃক দত্তক গৃহীত হয় এবং দত্তকরূপে গ্রহণীয় ব্যক্তি কোন নারী হয়, তাহা হইলে, দত্তকগ্রাহী পিতাকে দত্তকরূপে গ্রহণীয় ব্যক্তি অপেক্ষা ন্যূনপক্ষে একুশ বৎসরের বড় হইতে হইবে ;

(iv) যদি কোন নারী কর্তৃক দত্তক গৃহীত হয় এবং দত্তকরূপে গ্রহণীয় ব্যক্তি কোন পুরুষ হয়, তাহা হইলে, দত্তকগ্রাহীমাতাকে দত্তকরূপে গ্রহণীয় ব্যক্তি অপেক্ষা ন্যূনপক্ষে একুশ বৎসরের বড় হইতে হইবে ;

(v) একই সন্তান যুগপৎ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হইতে পারিবে না ;

(vi) দত্তকরূপে গ্রহণীয় সন্তানটিকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পিতামাতা বা অভিভাবক কর্তৃক অথবা তাহাদের প্রাধিকারাধীনে, তাহার জন্মের পরিবার হইতে, অথবা কোন পরিত্যক্ত সন্তানের ক্ষেত্রে বা, যে সন্তানের পিতামাতার পরিচয় অজ্ঞাত সেরূপ কোন সন্তানের ক্ষেত্রে, যে স্থানে বা পরিবারে সে লালিত হইয়াছে সেই স্থান বা পরিবার হইতে, তাহার দত্তকগ্রাহী পরিবারে তাহাকে হস্তান্তর করিবার অভিপ্রায়ে, বাস্তবিক পক্ষে দত্তকরূপে প্রদত্ত ও গৃহীত হইতে হইবে :

তবে, কোন দত্তকগ্রহণের সিদ্ধতার জন্য দত্ত হোমম্ সম্পাদন অত্যাবশ্যক হইবে না।

দত্তকগ্রহণের ফল।

১২। কোন দত্তক সন্তান, দত্তকগ্রহণের তারিখ হইতে সকল উদ্দেশ্যে তাহার দত্তকগ্রাহী পিতার বা মাতার সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ঐ তারিখ হইতে ঐ সন্তানের জন্মের পরিবারে তাহার সকল বন্ধন ছিন্ন ও দত্তকগ্রহণ দ্বারা দত্তকগ্রাহী পরিবারে সৃষ্ট বন্ধন-সমূহ তৎস্থলে প্রতিস্থাপিত বলিয়া গণ্য হইবে :

তবে,—

(ক) ঐ সন্তান, এরূপ কোনও ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে পারিবে না যাহাকে, যদি সে তাহার জন্মের পরিবারে থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে, সে বিবাহ করিতে পারিত না ;

(খ) এরূপ কোন সম্পত্তি যাহা দত্তকগ্রহণের পূর্বে দত্তক সন্তানে বর্তিত হইয়াছিল তাহা ঐ ব্যক্তিতে, তাহার জন্মের পরিবারের আত্মীয়গণের ভরণপোষণের দায়িত্ব সমেত ঐরূপ সম্পত্তির মালিকানার সহিত সংযুক্ত দায়িত্বসমূহ, যদি কিছু থাকে, তদধীনে, বর্তিত থাকিয়া যাইবে ;

(গ) দত্তক সন্তান কোনও ব্যক্তিকে এরূপ কোনও সম্পদ হইতে অধিকারচ্যুত করিবে না যাহা দত্তকগ্রহণের পূর্বে সেই ব্যক্তিতে বর্তিত ছিল।

দত্তকগ্রাহী পিতা-মাতার নিজ নিজ সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার।

১৩। এতদ্বিপরীত কোন চুক্তি সাপেক্ষে কোন দত্তকগ্রহণ দত্তকগ্রাহী পিতা বা মাতাকে জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে হস্তান্তর দ্বারা বা উইল দ্বারা তদীয় সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিবে না।

কোন কোন ক্ষেত্রে দত্তকগ্রাহী মাতা নির্ধারণ।

১৪। (১) যেক্ষেত্রে কোন হিন্দু, যাহার কোন স্ত্রী জীবিত আছে, দত্তকগ্রহণ করে সেক্ষেত্রে ঐ স্ত্রী দত্তকগ্রাহী মাতা বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রীর সম্মতিক্রমে কোন দত্তকগ্রহণ করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে, তাহাদের মধ্যে বিবাহসূত্রে যে সর্বজ্যেষ্ঠা সে দত্তকগ্রাহী মাতা বলিয়া এবং অপর সকলে বিমাতা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন বিপত্নীক বা কোন অবিবাহিত ব্যক্তি দত্তকগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে পরবর্তী কালে সে যাহাকে বিবাহ করিবে সেই স্ত্রী দত্তক সন্তানের বিমাতা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোন বিধবা বা কোন অবিবাহিতা নারী কোন সন্তানকে দত্তকগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে পরবর্তী কালে সে যাহাকে বিবাহ করিবে সেই স্বামী দত্তক সন্তানের বিপিতা বলিয়া গণ্য হইবে।

সিদ্ধ দত্তকগ্রহণ নাকচ করা যাইবে না।

১৫। কোনও দত্তকগ্রহণ যাহা সিদ্ধরূপে কৃত হইয়াছে, তাহা দত্তকগ্রাহী পিতা বা মাতা বা অন্য কোনও ব্যক্তি কর্তৃক নাকচ হইতে পারিবে না, এবং দত্তক সন্তানও দত্তক সন্তানরূপে তাহার স্থিতি অভিত্যাগ করিতে ও তাহার জন্মের পরিবারে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।

দত্তকগ্রহণ সম্পর্কিত রেজিষ্ট্রীকৃত দস্তাবেজসমূহ সম্পর্কে প্রাগ্‌-ধারণা।

১৬। যখনই তৎকালে বলবৎ কোন বিধি অনুযায়ী রেজিষ্ট্রীকৃত এরূপ কোন দস্তাবেজ কোন আদালতের সমক্ষে উপস্থাপিত হয় যাহা কৃত কোন দত্তকগ্রহণ অভিলেখবদ্ধ করণার্থ তাৎপর্যিত এবং সন্তানটিকে দত্তকরূপে প্রদানকারী ব্যক্তি এবং গ্রহণকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত, তখন ঐ আদালত প্রাগ্‌ধারণা করিবেন যে ঐ দত্তকগ্রহণ এই আইনের বিধানসমূহ পালনক্রমে কৃত হইয়াছে, যদি না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা অপ্রমাণিত হয়।

কোন কোন অর্থ-প্রদানের প্রতিষেধ।

১৭। (১) কোনও ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে দত্তকপ্রদানের প্রতিদান স্বরূপ কোন অর্থ বা অন্য পুরস্কার গ্রহণ করিবে না বা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবে না এবং কোনও ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে এরূপ অর্থপ্রদান করিবে না বা করিতে স্বীকৃত হইবে না অথবা এরূপ পুরস্কার দিবে না বা দিতে স্বীকৃত হইবে না যাহার গ্রহণ এই ধারা দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি (১) উপধারার বিধানসমূহ উল্লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ কারাবাসে অথবা জরিমানায় অথবা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবে।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী কোনও অভিযুক্তি রাজ্য সরকারের অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত কোন আধিকারিকের পূর্বমঞ্জুরি ব্যতীত দায়ের করা যাইবে না।

অধ্যায় ৩

ভরণপোষণ

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ।

১৮। (১) এই ধারার বিধানসমূহের অধীনে কোন হিন্দু স্ত্রী, সে এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে যখনই বিবাহিত হইয়া থাকুক, তাহার জীবদ্দশায় তাহার স্বামীর নিকট হইতে ভরণপোষণ পাইবার অধিকারী হইবে।

(২) কোন হিন্দু স্ত্রী তাহার ভরণপোষণের দাবি না খোয়াইয়া তাহার স্বামী হইতে পৃথগ ভাবে বাস করিবার অধিকারী হইবে,—

(ক) যদি তাহার স্বামী পরিত্যজনের, অর্থাৎ, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে এবং তাহার সম্মতি ছাড়া বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে ত্যাগ করার অথবা ইচ্ছাকৃত-ভাবে তাহাকে অবহেলা করার জন্য দোষী হয়;

(খ) যদি তাহার স্বামী তাহার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া থাকে যে, তাহার মনে যুক্তিসঙ্গত আশংকা হয় যে তাহার পক্ষে স্বামীর সহিত বাস করা অনিষ্টকর বা হানিকর হইবে ;

(গ) যদি তাহার স্বামী উৎকট প্রকারের কুষ্ঠরোগে ভুগিতে থাকে ;

(ঘ) যদি তাহার স্বামীর অন্য কোন স্ত্রী জীবিত থাকে ;

(ঙ) যদি তাহার স্বামী যে বাড়িতে স্ত্রী বাস করে সেই বাড়িতেই কোন উপপত্নী রাখে, অথবা অন্যত্র কোন উপপত্নীর সহিত অভ্যাসতঃ বসবাস করে ;

(চ) যদি তাহার স্বামী অন্য কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায় আর হিন্দু না থাকে ;

(ছ) যদি এরূপ অন্য কোন কারণ থাকে যাহা তাহার পৃথগ্‌ভাবে বাস করার ন্যায্যতা প্রতিপ্রাদন করে।

(৩) কোন হিন্দু স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে পৃথক বাসস্থান ও ভরণপোষণ পাইবার অধিকারী হইবে না, যদি সে অসতী হয় বা অন্য কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায় আর হিন্দু না থাকে।

বিধবা পুত্রবধূর ভরণপোষণ।

১৯। (১) কোন হিন্দু স্ত্রী, সে এই আইনের পূর্বে বা পরে যখনই বিবাহিত হইয়া থাকুক, তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার শ্বশুরের নিকট হইতে ভরণপোষণ পাইবার অধিকারী হইবে :

তবে, তাহা তখন, এবং ততদূর পর্যন্ত, যখন এবং যতদূর পর্যন্ত সে তাহার নিজস্ব উপার্জন হইতে বা অন্য সম্পত্তি হইতে নিজের ভরণপোষণ চালাইতে অসমর্থ হইবে অথবা, যেস্থলে তাহার নিজস্ব কোন সম্পত্তি নাই সেস্থলে,—

(ক) তাহার স্বামীর অথবা তাহার পিতার বা মাতার সম্পদ হইতে, অথবা

(খ) তাহার পুত্র বা কন্যা কেহ থাকিলে, তাহার নিকট হইতে অথবা তাহার সম্পদ হইতে,

ভরণপোষণ লাভ করিতে অসমর্থ হইবে।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী কোন দায়িত্ব বলবৎকরণযোগ্য হইবে না, যদি শ্বশুরের দখলাধীন কোন সহদায়িকী সম্পত্তি যাহাতে পুত্রবধূ কোন অংশ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা হইতে শ্বশুরের ঐরূপ করিবার সঙ্গতি না থাকে, এবং ঐরূপ কোন দায়িত্ব পুত্রবধূর পুনর্বিবাহ হইলে অবসিত হইবে।

সন্তানগণের ও বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণ।

২০। (১) এই ধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, কোন হিন্দু তাহার জীবদ্দশায়, তাহার বৈধ বা অবৈধ সন্তানগণকে এবং তাহার বৃদ্ধ বা অশক্ত পিতামাতাকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) কোন বৈধ বা অবৈধ সন্তান, যতদিন সে নাবালক থাকে ততদিন, তাহার পিতার বা মাতার নিকট হইতে ভরণপোষণ দাবি করিতে পারে।

(৩) কোন ব্যক্তির, তাহার বৃদ্ধ বা অশক্ত পিতা বা মাতাকে বা অবিবাহিতা কোন কন্যাকে ভরণপোষণ করিবার দায়িত্ব ততদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইবে যতদূর পর্যন্ত ঐ পিতা বা মাতা অথবা, স্থলবিশেষে, অবিবাহিতা কন্যা তাহার নিজস্ব উপার্জন বা অন্য সম্পত্তি হইতে নিজের ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "পিতা বা মাতা" নিঃসন্তান বিমাতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

আশ্রিতের সংজ্ঞার্থ।

২১। এই অধ্যায়ের প্রয়োজনার্থে, "আশ্রিত" বলিতে মৃত ব্যক্তির নিম্নলিখিত আত্মীয়গণকে বুঝাইবে :—

(i) তাহার পিতা ;

(ii) তাহার মাতা ;

(iii) তাহার বিধবা পত্নী, যতদিন সে পুনর্বিবাহ না করে ;

(iv) তাহার পুত্র, বা তাহার পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র, বা তাহার পূর্বমৃত পুত্রের কোন পূর্বমৃত পুত্রের পুত্র, যতদিন সে নাবালক থাকে : তবে, তাহা তখন এবং ততদূর পর্যন্ত, যখন এবং যতদূর পর্যন্ত সে, পৌত্র হইলে, তাহার পিতার বা মাতার সম্পদ হইতে এবং, প্রপৌত্র হইলে, তাহার পিতার বা মাতার অথবা পিতার পিতার বা পিতার মাতার সম্পদ হইতে ভরণপোষণ লাভ করিতে অসমর্থ ;

(v) তাহার অবিবাহিতা কন্যা, বা তাহার পূর্বমৃত পুত্রের অবিবাহিতা কন্যা, বা তাহার পূর্বমৃত পুত্রের কোন পূর্বমৃত পুত্রের অবিবাহিতা কন্যা, যতদিন সে অবিবাহিতা থাকে : তবে, তাহা তখন এবং ততদূর পর্যন্ত, যখন এবং যতদূর পর্যন্ত সে, পৌত্রী হইলে, তাহার পিতার বা মাতার সম্পদ হইতে এবং, প্রপৌত্রী হইলে, তাহার পিতার বা মাতার অথবা পিতার পিতার বা পিতার মাতার সম্পদ হইতে ভরণপোষণ লাভ করিতে অসমর্থ ;

(vi) তাহার বিধবা কন্যা : তবে, তাহা তখন এবং ততদূর পর্যন্ত, যখন এবং যতদূর পর্যন্ত সে—

(ক) তাহার স্বামীর সম্পদ হইতে, অথবা

(খ) তাহার পুত্র বা কন্যা কেহ থাকিলে, তাহার নিকট হইতে অথবা তাহার সম্পদ হইতে, অথবা

(গ) তাহার শ্বশুরের বা শ্বশুরের পিতার নিকট হইতে, অথবা তাহাদের মধ্যে কাহারও সম্পদ হইতে, ভরণ-পোষণ লাভ করিতে অসমর্থ ;

(vii) তাহার পুত্রের অথবা তাহার পূর্বমৃত পুত্রের কোন পুত্রের কোন বিধবা স্ত্রী, যতদিন সে পুনর্বিবাহ না করে : তবে, তাহা তখন এবং ততদূর পর্যন্ত, যখন এবং যতদূর পর্যন্ত সে তাহার স্বামীর সম্পদ হইতে অথবা, তাহার পুত্র বা কন্যা কেহ থাকিলে, তাহার নিকট হইতে বা তাহার সম্পদ হইতে অথবা, পৌত্রের বিধবা স্ত্রীর ক্ষেত্রে, তাহার শ্বশুরের সম্পদ হইতেও ভরণপোষণ লাভ করিতে অসমর্থ ;

(viii) তাহার নাবালক অবৈধ পুত্র, যতদিন সে নাবালক থাকে,

(ix) তাহার অবৈধ কন্যা, যতদিন সে অবিবাহিতা থাকে।

আশ্রিতগণের ভরণপোষণ।

২২। (১) (২) উপধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, কোন মৃত হিন্দুর উত্তরাধিকারিগণ মৃত ব্যক্তির নিকট হইতে দায়াধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ হইতে মৃত ব্যক্তির আশ্রিতগণের ভরণপোষণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) যেস্থলে কোন আশ্রিত এই আইনের প্রারম্ভের পরে মৃত কোন হিন্দুর সম্পদের কোনও অংশ উইলমূলক বা উইলবিহীন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয় নাই, সেস্থলে ঐ আশ্রিত, যাহারা ঐ সম্পদ লইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে, এই আইনের বিধানসমূহ সাপেক্ষে, ভরণপোষণ পাইবার অধিকারী হইবে।

(৩) যে ব্যক্তিগণ ঐ সম্পদ লইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব তৎকর্তৃক গৃহীত সম্পদের অংশ বা ভাগের মূল্যের সহিত আনুপাতিক হইবে।

(৪) (২) উপধারায় বা (৩) উপধারায় যাহা থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, কোন ব্যক্তি যে নিজেই একজন আশ্রিত, সে অপরের ভরণপোষণের জন্য অংশ প্রদান করিবার দায়িতাধীন হইবে না, যদি সে এরূপ অংশ বা ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে যাহার মূল্য ভরণ-পোষণরূপে তাহাকে এই আইন অনুযায়ী যাহা প্রদান করা হইত তাহা অপেক্ষা কম হয় অথবা, অংশ প্রদান করিবার দায়িতা বলবৎ করা হইলে, কম হইত।

ভরণপোষণের পরিমাণ।

২৩। (১) এই আইনের বিধানসমূহ অনুযায়ী কোন ভরণ-পোষণ প্রদত্ত হইবে কিনা এবং যদি প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে, কত প্রদত্ত হইবে, তাহা নির্ধারণ করা আদালতের স্ববিবেকাধীন হইবে, এবং ঐরূপ করিতে আদালত (২) উপধারায় বা, স্থলবিশেষে, (৩) উপধারায় বর্ণিত বিষয়গুলির প্রতি, যতদূর ঐগুলি প্রযোজ্য ততদূর, যথাযথ লক্ষ্য রাখিবেন।

(২) স্ত্রী, সন্তানগণ অথবা বৃদ্ধ বা অশক্ত পিতামাতাকে যদি এই আইন অনুযায়ী কোন ভরণপোষণ প্রদেয় হয়, তাহা হইলে, উহার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(ক) পক্ষগণের প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি ;

(খ) দাবিদারের যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনসমূহ ;

(গ) দাবিদার পৃথগ্‌ভাবে বাস করিলে, তাহার ঐরূপ করার ন্যায্যতা আছে কিনা ;

(ঘ) দাবিদারের সম্পত্তির মূল্য এবং ঐ সম্পত্তি হইতে বা দাবিদারের নিজ উপার্জন হইতে বা অন্য কোন উৎস হইতে উদ্ভুত কোন আয় ;

(ঙ) এই আইন অনুযায়ী ভরণপোষণ পাইবার অধিকারী ব্যক্তিগণের সংখ্যা।

(৩) কোন আশ্রিতকে এই আইন অনুযায়ী যদি কোন ভরণ-পোষণ প্রদেয় হয়, তাহা হইলে, উহার পরিমাণ নির্ধারণ করিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(ক) মৃত ব্যক্তির ঋণসমূহ পরিশোধের ব্যবস্থা করিবার পরে, তাহার সম্পদের নীট মূল্য ;

(খ) আশ্রিত সম্পর্কে মৃত ব্যক্তির উইল অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা করা হইয়া থাকিলে, তাহা ;

(গ) দুইজনের মধ্যে সম্বন্ধের পর্যায় ;

(ঘ) আশ্রিতের যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনসমূহ ;

(ঙ) আশ্রিত ও মৃত ব্যক্তির মধ্যে অতীত সম্পর্ক ;

(চ) আশ্রিতের সম্পত্তির মূল্য এবং ঐরূপ সম্পত্তি হইতে বা আশ্রিতের উপার্জন হইতে বা অন্য কোন উৎস হইতে উদ্ভূত কোন আয় ;

(ছ) এই আইন অনুযায়ী ভরণপোষণ পাইবার অধিকারী আশ্রিতগণের সংখ্যা।

ভরণপোষণের দাবিদারকে হিন্দু হইতে হইবে।

২৪। কোনও ব্যক্তি এই আইন অনুযায়ী ভরণপোষণ দাবি করিবার অধিকারী হইবে না, যদি সে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ায় আর হিন্দু না থাকে।

অবস্থার রূপান্তর ঘটিলে ভরণ-পোষণের পরিমাণ পরিবর্তিত হইতে পারে।

২৫। ভরণপোষণের পরিমাণ, তাহা এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে আদালতের ডিক্রী দ্বারাই স্থিরীকৃত হউক বা চুক্তি দ্বারাই স্থিরীকৃত হউক, পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হইতে পারে, যদি অবস্থাসমূহের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে যাহাতে ঐরূপ পরিবর্তনের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হয়।

ঋণসমূহকে পূর্বিতা দেওয়া হইবে।

২৬। ২৭ ধারার অন্তর্গত বিধানসমূহ সাপেক্ষে, মৃত ব্যক্তি কর্তৃক সংবিদাকৃত বা পরিশোধনীয় যেকোন প্রকারের ঋণকে তাহার আশ্রিতগণের এই আইন অনুযায়ী ভরণপোষণের দাবির উপরে পূর্বিতা দেওয়া হইবে।

ভরণপোষণ কখন প্রভার হইবে।

২৭। এই আইন অনুযায়ী কোন আশ্রিতের ভরণপোষণের দাবি মৃত ব্যক্তির সম্পদের বা উহার কোন অংশের উপর প্রভার হইবে না, যদি না মৃত ব্যক্তির উইল দ্বারা, আদালতের কোন ডিক্রী দ্বারা, ঐ আশ্রিত এবং ঐ সম্পদের বা উহার কোন অংশের মালিকের মধ্যে চুক্তি দ্বারা অথবা অন্যথা কোন প্রভার সৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভরণপোষণের অধিকারের উপর সম্পত্তি হস্তান্তরের ফল।

২৮। যেস্থলে কোন সম্পদ হইতে কোন আশ্রিতের ভরণ-পোষণ পাইবার অধিকার থাকে এবং ঐ সম্পদ বা উহার কোন অংশ হস্তান্তরিত হয়, সেস্থলে যদি হস্তান্তরগ্রহীতা ঐ অধিকারের নোটিস পাইয়া থাকে অথবা যদি ঐ হস্তান্তর বিনামূল্যে কৃত হয়, তাহা হইলে, ভরণপোষণ পাইবার অধিকার ঐ হস্তান্তরগ্রহীতার বিরুদ্ধে বলবৎ করা যাইবে, কিন্তু যে হস্তান্তরগ্রহীতা প্রতিদান দিয়াছে এবং ঐ অধিকারের নোটিস পায় নাই তাহার বিরুদ্ধে বলবৎ করা যাইবে না।

অধ্যায় ৪

নিরসন ও ব্যাবৃত্তি

২৯। [নিরসিত]

৩০। এই আইনের অন্তর্গত কোন কিছুই, এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে কৃত কোন দত্তকগ্রহণকে প্রভাবিত করিবে না, এবং ঐরূপ কোনও দত্তকগ্রহণের সিদ্ধতা ও ফল, যেন এই আইন গৃহীত হয় নাই এইভাবে, নির্ধারিত হইবে। ব্যাবৃত্তি।